দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১০

তারিখ 2 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৬

# শিক্ষাঙ্গন

## নিরক্ষরতা দূরীকরণে সম্মিলিত প্রয়াস

নিরক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞানহীনতা বোঝায়। নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ স্বরূপ। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭৮ ভাগ। যে ২২ ভাগ লোককে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়, তাদের অনেকেই শুধু স্বাক্ষর করতে জানে বা কিছু বর্ণমালা চিনে।

নিরক্ষরতার কারণঃ বস্তুতঃ আর্থ-সামাজিক সংকট-এর পুরনো ও স্থবির মূল্যবোধ আমাদের দেশের নিরক্ষরতার সবচেয়ে বড় কারণ। এই কারণটিকে আরও বিস্তারিত করে বললে বলা যায়— প্রথমতঃ যে সব পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা নিরক্ষর সে সব পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকের তেমন কোন উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার অত্যধিক দরিদ্রের কারণেও অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের উপর অর্থনৈতিক চাপ অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গমনের পরিবর্তে ঘরে বা ক্ষেতে-খামারে শিশুদের নিয়োজিত রাখার কারণেও অনেক শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না। তৃতীয়তঃ সামাজিক বিধি-নিষেধ প্রধানতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা একটু বড় হয়ে উঠলেই তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে নিরক্ষরতার জন্য মোটামোটি উপরোক্ত কারণগুলোই প্রধানতঃ দায়ী।

নিরক্ষরতা দূরীকরণঃ সম্মিলিত ও সমন্বিত আন্তরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ নিরক্ষর ব্যক্তিদের সচেতনা বোধ জাগ্রত করা এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা। দ্বিতীয়তঃ শিশুদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক ও পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করতে হবে। তৃতীয়তঃ বেশীসংখ্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। চতুর্থতঃ সম্ভব হলে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে সামান্য রোজগার-এর ব্যাবস্থা করতে হবে। যাতে দরিদ্র পিতামাতারা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়। পঞ্চমতঃ নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যাতে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত শিশু ও বয়স্করা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ষষ্ঠতঃ গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তমতঃ সরকারী সংস্থাসমূহ, শিক্ষিত ও বিত্তবান ব্যক্তি এবং গ্রামেগঞ্জের প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে কাজের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা একত্রীভূত হলে অচিরেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব বলে আশা করা যায়।

—সাইফুল হুদা (জাহেদী)।